আলোয় মোড়া শহর জুড়ে তৈরি হওয়া গল্প

শারদীয়ার আগমনীতে আমাদের শহর কলকাতা সেজে ওঠে নানান সাজের সম্ভারে। দেশ - বিদেশের, বহু মানুষ আমাদের তিলোত্তমার এই অলঙ্কারিত রূপ উপভোগ করার জন্য দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলিতে ঘুরে বেড়ান। মণ্ডপের সাজে যেমন নিখুঁত শিল্প কলার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি দেখা যায় জোনাকির মতন নানান রঙের ঝিকিমিকি আলোর বাহার। আর এই আলো উৎসারিত হয় ফরাসী- বসতি খ্যাত হুগলি জেলার চন্দননগরের বিখ্যাত আলোর কারখানাগুলি থেকে।

এই চন্দননগরের লাইটগুলি নানান আকারে নানা রঙে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও স্মরণীয় ঘটনাকে তুলে ধরে তাদের বর্ণনায়। এই সব আলোর রোশনাই শহর কলকাতাকে এক অতুলনীয় রূপ দেয়। তবে, এই আলোর উৎসের পেছনে রয়েছে অনেক মন খারাপের কাহিনী —-- আলোর কারখানাগুলিতে আলো তৈরির কাজে নিযুক্ত সেই সমস্ত শিশু শ্রমিকদের। এরা স্কুলে না গিয়ে পরিবারের প্রয়োজনে খুব অল্প বয়সেই এই কাজে যোগ দেয়। এতে আমাদের শহরবাসীদের মনোরঞ্জন হলেও ওদের জীবনগুলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় —-- নিরক্ষরতার অন্ধকার। দারিদ্রতা তাদের বাধ্য করে এই অন্ধকারে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়ে, শহরবাসীদের উৎসবের দিনগুলি আলোকিত করে তুলতে। কারখানার বিভিন্ন বিপদের ভয়কে তোয়াক্কা না করে নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তারা তাদের পরিবারের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে এবং যে ভাবে প্রতিবার শারদীয়া কলকাতাকে সুন্দরী তিলোত্তমা করে তোলে, তার জন্য তাদের কাছে শহরবাসী চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

ঐশী কুন্ডু
৬-খ

Oushiki Nag

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

আজ বিনায়ক বাবু খুব ব্যস্ত। তিনি আজ প্রধান অতিথি রূপে যাবেন একটি স্কুলে। সে স্কুলে পড়ে তারই হাতে গড়ে তোলা সেই মেয়ে যাকে তিনি তুলে এনেছিলেন, যার জীবনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গাড়ি এসে যেতেই তৈরী হয়ে নীচে নেমে আসেন। সময়মতো স্কুলে পৌঁছনোর পর প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর পর শুরু হয় পুরস্কার দেবার পালা। একে একে সকলকে দেবার পর আসে সেই মুহূর্ত ! স্মৃতির সরণী বেয়ে চলে যান সেই দিনটিতে।

সেদিন তাঁর খুব তাড়া ছিল। দরকারী কাজে যাচ্ছিলেন , হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এসে কিছু খাবে বলে তাঁর কাছে পয়সা চায়। যদিও তিনি এভাবে টাকা দেওয়ার বিরোধী কিন্তু সেদিন দশ টাকা দিয়ে চলে যান। কাজ সেরে যখন সেই রাস্তা দিয়ে ফিরছিলেন তখন আবার মেয়েটির কথা মনে পড়ে। কিন্তু পাবেন কোথায়? একথা ভাবতে ভাবতেই, তাঁর চোখ চলে যায় ব্রীজের নীচের এককোণে, যেখানে মেয়েটি জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার কাছ থেকে জানতে পারেন তার মা বাবা তাকে ফেলে চলে গেছে। বিনায়ক বাবু সাহিত্যিক মানুষ। সেই সূত্রে একটি অনাথ আশ্রম তাঁর জানা ছিল। মেয়েটিকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করে তাকে সেখানে রেখে যখন ফিরে আসছেন, তখন পেছন থেকে জামায় টান পড়তেই দেখেন জলভরা দুটি চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি । বিনায়ক বাবুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। একা থাকেন জেনে ও দু'দিনের জন্য বাড়িতে নিয়ে এলেন। দু'দিনের জন্য নিয়ে এলেন বটে কিন্তু তাকে আর ছেড়ে দিতে পারেন নি । কখন যে সে তার মনের সব জায়গাটা দখল করে নিয়েছিল তিনি নিজেও বোঝেন নি। পিতৃস্নেহে বড় করে তুলতে শুরু করেন। তাকে নিয়েই গড়ে উঠল তাঁর জগৎ।

আজ সেই মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাঁর সাধনাকে সফল করে তুলেছে। অন্ধকার যার জীবনের সঙ্গী হতে পারত তাকে হারিয়ে আলোর জগতে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে দিয়েছে । হঠাৎ "বাবা" ডাকে সেই স্মৃতির জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন। মেয়ের হাতে তুলে দিলেন সেরার পুরস্কার। আজ যে তিনি এক গর্বিত পিতা। নাইবা হল রক্তের সম্পর্ক, অন্ধকার থেকে আলোর জগতে এনে তাকে যে তিনি নতুন করে জন্ম দিয়েছেন , এ যে তাঁরও নতুন জন্ম।

ঐশানি রয়

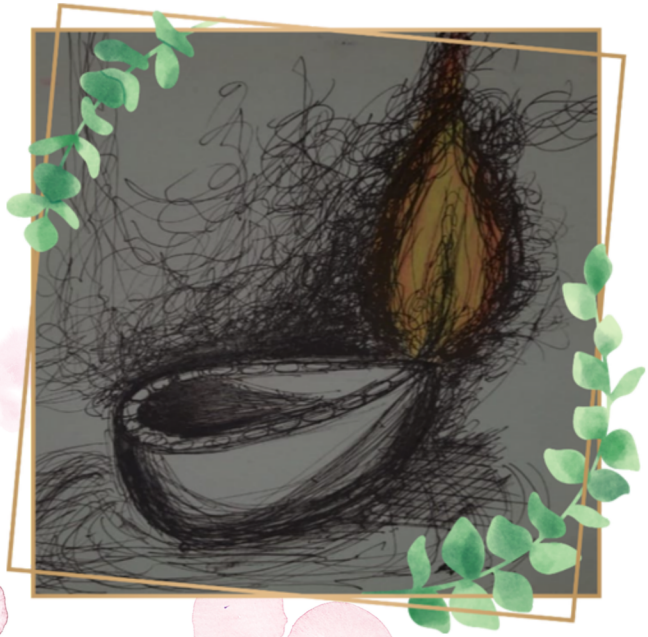

Samiyah Naaz 11 B

আলোয় মোড়া শহর জুড়ে তৈরি হওয়া গল্প

প্রত্যেক বছর দ্বিতীয়ার দিন জিনিসপত্র নিয়ে আব্বুর সাথে ট্রেনে কলকাতার জন্য রওনা হয় শোয়েব। তবে এবার যেন কি কারণে মহালয়ার দুদিন আগেই আব্বু তাকে নিয়ে পৌঁছে গেল। আসার সময় আব্বু বার বার বলছিল এবার কিন্তু খুব তাড়া, একদম সময় নষ্ট করা যাবে না। কলকাতা পৌঁছে একটু অন্যরকম লাগল এবার। গত দু বছর ধরে শহর ছিল প্রায় ফাঁকা, এবার করোনার ভয় না থাকলেও শহর জুড়ে শুধুই ব্যস্ততা, তাই পুজোর মেজাজ এখনও অদৃশ্য। শোয়েব কিন্তু সারাদিন আব্বুকে সাহায্য করার ক্লান্তির মধ্যেও বেশ খোশমেজাজে, তার একটাই কারণ ---- 'পুজো শুরু'। না না শোয়েব প্রতিবছর ঠাকুর দেখতে কলকাতায় আসে না, বরং বাকিরা যাতে ঠাকুর দেখার আনন্দ পূর্ণ ভাবে অনুভব করতে পারে সেই ব্যবস্থাই করতে আসে। তার আব্বু কলকাতার একটি নামকরা পুজোর আলোকসজ্জার দায়িত্বে আছে, নিজের হাতে তিনি সেই দায়িত্ব নিখুঁত ভাবে পালন করেন। তাই শোয়েবদের পুজো কাটে একটু অন্যভাবে, টিনের তৈরি ইলেক্ট্রিক ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। এবার মহালয়ার দিন থেকে পুজো শুরু হয়ে গেল, ভালই হলো শোয়েব বাড়তি কিছুদিন গ্রামের অন্ধকার ভুলে আলোর শহরটাকে নিজের করে রাখতে পারবে। দমকলের লোকেরা ঘুরে যাবার পর আব্বু একটু স্বস্তি পায় বটে কিন্তু প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই কাটে ওই টিনের ঘরের মধ্যে। একবার পাশের পাড়ায় শর্ট সার্কিট হওয়ায় ,আব্বু সারাক্ষণ সেই বছর আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিল।

এ পাড়ায় শোয়েবের সমবয়সী একটি ছেলেদের দল আছে, যারা আগের মত ক্যাপ বন্দুক ফাটায় না, সবাই মিলে সেজেগুজে গল্প ,গান বাজনা ও খাওয়া দাওয়া করে – এইসব বেশ ভালো লাগে শোয়েবের। একটু দূর থেকে ওদের গল্প শোনে, কিন্তু কথা বলার সাহস হয় না। অষ্টমীর দিন প্যান্ডেলের পেছনের ঘরটায় চুপ করে বসে থাকতে মন চায় না, গুটি গুটি পায় ছেলেদের দলটার পেছনে এসে দাঁড়ায় শোয়েব। হঠাৎ করে ওই দলেরই অভি বলে একজন ছেলে ডেকে বলল, " কি রে, অঞ্জলি দিবি না ?" ভয়ের চটে একছুটে আব্বুর কাছে এল শোয়েব। " অঞ্জলি দেব আব্বু ?" কথাটি শুনে লোকটা কেমন যেন চুপ হয়ে গেল। তারপর ধরা গলায় বলল " মাথার টুপিটা খুলে যা।" দৌড়ে এসে শোয়েব অভিকে বলল "দেব"। "ঠাকুরমশাই ওকে একটু অঞ্জলির ফুল দেবেন ?" অভির কথায় ঠাকুরমশাই একটু ইতস্তত করে ফুল দিলেন। মন্ত্র বুঝল না শোয়েব, শুধু মা দুর্গাকে বলল আজ সে খুব খুশি। অঞ্জলির পর সবাই কে দেখে শোয়েবও চরণামৃত নিয়ে মাথায় ছোঁয়াল। "এই রে !" তাড়াহুড়োতে মাথার টুপিটাই খোলা হয়নি। সন্ধ্যেবেলায় আব্বু যখন আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল, শোয়েবের মনে হল আলোর তেজ যেন আজ বেড়ে গেছে। সারা পৃথিবী ঝলমল করছে, আজ শোয়েবেরও দুর্গাপুজো। আলোয় মোড়া শহরের এক কোণে তৈরি হল শোয়েবের আলোকিত পুজোর গল্প।

ঐশিকা নাগ
ষষ্ঠ শ্রেণি
বিভাগ গ

Samiyah Naaz 11 B